REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।৹ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৮ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা ভাদ্র বুধবার ১৩২৮, ইংরাজী 17th August 1921. | ১৪শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।	গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।	প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।	মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।
আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।	কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸৹ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাদৃষ্টি। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১।৹ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ।৶৹ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি বিনা মূল্যে ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ২৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিং ১ মাত্রা হইতেই ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এস,আর, সি, এস, এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২।৹
" " ছোট শিশি ১৸৹

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ, গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গুরুম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত, সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫।৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

টাকার অষ্টোত্তর শত-নাম।

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। টাকার যত প্রকার নাম হইতে পারে তাহা কৌশলে কবিতায় লিখিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া হাসিবেন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইবার ও হাসাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবেন না। মূল্য মাত্র /০ এক আনা। /১০ ছয় পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া যায়।

ম্যানেজার জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা ভাদ্র বুধবার ১৩২৮ সাল।

জঙ্গিপুর হাইস্কুল।

—:০:—

জঙ্গিপুর হাইস্কুলে হেড মাষ্টার আসিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু অমিয়াংশু শেখর দাস গুপ্ত এম, এ, বি, টি। প্রধান গণিত শিক্ষক হইয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি চক্রবর্ত্তী বি এস, সি। মাদ্রাসা পাশ মৌলবী সাহেবও আসিয়াছেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রায় সমস্তই বাহালী লোক হইলেন। স্কুলের কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন।

—:০:—

জঙ্গিপুরের কাপড়ের দোকানদারদিগকে এখানকার মুরুব্বিরা মজুত বিদেশী কাপড় বিক্রয় করিয়া আর নূতন করিয়া বিদেশী কাপড় আমদানী না করা হয় এই জন্য অনুরোধ করেন। জঙ্গিপুরের পারের সকল দোকানদারই একখানি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। রঘুনাথগঞ্জে দোকানদারগণের মধ্যে প্রথমে কেহ কেহ এই পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন পরে সকলেই আবার স্বাকৃত হইয়াছেন। আবার শুনিতেছি এই বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন স্বীকার মেয়াদী অর্থাৎ যদি এক মাস আন্দাজ বিদেশী কাপড় না হইলে দোকান চলে তবে বিদেশী আমদানী করা হইবে না। আর যদি দেশের লোকের বিদেশী কাপড় না হইলে পছন্দই না হয় তবে অগত্যা বিদেশী কাপড় আমদানী করিবে। এইরূপ ধরে বেঁধে পীরিত কত দিন টিকিবে?

'যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা'
নাম পারাতে শুধু এসোনা।

স্পেশাল কনেষ্টবল নিয়োগ।

—:০:—

আসাম মঙ্গলদইএর সদর মহকুমা মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত এস, এল, মেটা পুলীশ আইনের ১৭ ধারা অনুসারে নয় জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে একটী আফিংএর দোকান লুঠ হয়। পুলীশ লুণ্ঠনকারীদের কোন তল্লাস করিতে না পারিয়া ঐ কয়জন ভদ্রলোককে লইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, ইহাঁরা সকলেই অসহযোগী বা অসহযোগ আন্দোলনে সহানুভূতি সম্পন্ন।

মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!

বিহার মজঃফরপুরে "বিজয়া প্রেস" নামে একটী ছাপাখানা আছে। সম্প্রতি তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের 'নেকনজর' পড়িয়াছে। উক্ত প্রেসে কংগ্রেস জেলা কমিটীর কাগজ পত্র ছাপা হইত, ইহাই বোধ হয় সরকারের 'নেকনজর' পড়িবার কারণ! প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে ঐ প্রেসে একবার খানা তল্লাসী হয়। প্রকাশ পুলিশ এমন কি ছেঁড়া কাগজ রাখিবার ঝুড়ি হইতেও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কাগজ লইয়া গিয়াছিল। এই খানা তল্লাসীর ফলে, কর্ত্তৃপক্ষ প্রেস অধিকারীর নিকট হইতে ৫০০ শত টাকার জামিন চান। কিন্তু প্রেসটী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের অনেক পূর্ব্বেই, একটী লিমিটেড কোম্পানীর নিকট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। তবে কয়েকটী বাহ্যিক বাঁধাবাঁধুনী শেষ না হওয়ায়, প্রেসের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী শ্রীযুক্ত দেওনারায়ণ প্রসাদ তখন পর্য্যন্ত কোম্পানীকে প্রেসটী ছাড়িয়া দেন নাই। জামিনের আদেশ পাইয়া, শ্রীযুক্ত দেওনারায়ণপ্রসাদ মাজিষ্টরের নিকট জানান যে তিনি প্রেসের বর্ত্তমান অধিকারী নন, সুতরাং তিনি জামিনের টাকা দিতে অক্ষম। কিন্তু মাজিষ্টার তাঁহার এই আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং আদেশ দেন যে একদিনের মধ্যে জামিনের টাকা না দিলে প্রেস বন্ধ করিয়া দিবেন। অগত্যা শ্রীযুক্ত দেওনারায়ণ প্রেস বন্ধ করিয়া দেন। কারবার গুটাইয়া লইবার জন্য তাঁহাকে ১২ দিনের সময়ও দেওয়া হয় নাই। ওদিকে প্রেস আইন উঠ উঠ হইয়াছে, কিন্তু এদিকে প্রেস আইনের কসন যথাপূর্ব্বই বজায় আছে। বিহারের গবর্ণর লর্ড সিংহ একবার এই প্রেস কেলেঙ্কারীটা দেখিবেন কি? (বঙ্গবাসী)

প্রতিবাদ।

—:০:—

মাননীয়
জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়!

গত ১১ই শ্রাবণের জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে জঙ্গিপুর হাইস্কুল সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন সাধারণের অবগতির জন্য তৎসংক্রান্ত প্রকৃত বিবরণ যাহা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। পত্রখানি আপনার সর্ব্বজন সমাদৃত পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

১। হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অত্যল্পকাল পরে প্রধান গণিত শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দত্ত অবসর গ্রহণ করিলেন। আরও কোন কোন শিক্ষকের কার্য্য ত্যাগের সম্ভাবনা, ইহা স্কুলের শুভকর নহে লিখিয়াছেন। এতদ্ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মানুষ অর্থের দাস কেহ আজীবন একস্থলে চাকরি করিতে আসে না। অধিক অর্থাগমের সম্ভবনা দেখিলেই, যে স্থানান্তরে গমন করিবেন ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম এবং সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই দুইজন গিয়াছেন আর কেহ কেহ যাইতে পারেন। এ ব্যাপার আজ নূতন নহে। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইতেই এইরূপ ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, অখিল চন্দ্র মৈত্র, হরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন সাহা প্রতাপচন্দ্র রায়, ভোলানাথ রায়, বিনয়কৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষকগণ মুরারীধর দাস, ভবেশচন্দ্র মণ্ডল, চণ্ডীচরণ মণ্ডল প্রভৃতি নিম্নশিক্ষকগণ সকলেই ত ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন। যাওয়া আশা সংসারের নিয়ম ইহার ব্যতিক্রম হইলে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ হয়। সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বে কখনও এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই, বিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্যে এতদিন তাঁহার প্রাণও কাঁদে নাই। আজ অকস্মাৎ স্কুলের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনি বড় মর্ম্মাহত হইলেন কেন বুঝা যায় না। তিনি কি স্কুলের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বা তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন? হেড মাষ্টার মহাশয় দেড়শত টাকা বেতন ও কার্য্যান্তে পেন্‌সান্ পাইবার আশায় পদত্যাগ করিয়াছেন ও গণিত শিক্ষক মহাশয়ও আশাতীত উচ্চ বেতন প্রাপ্তির আশায় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কি বলিতে চান যে তাঁহাদিগকে তৎ তৎ স্থানের স্বীকৃত উচ্চ বেতন দিয়াই কার্য্যে নিযুক্ত রাখা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের উচিত ছিল এবং ইঁহাদিগের মত যোগ্য (?) শিক্ষক প্রাপ্তির আশা সুদূর পরাহত, স্কুলের নিয়ম এই যে, হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হোষ্টেলেই থাকিতে হইবে এবং তিনি প্রাইভেট্ ছাত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সম্পাদক মহাশয় কি অবগত আছেন যে বসন্ত বাবুকে স্থায়ী করিবার জন্য স্কুল সম্পাদক তাঁহাকে হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া ভিন্ন বাসায় বাস ও দুই বেলা প্রাইভেট ছাত্রের অধ্যাপনা প্রভৃতি নিয়ম বিরুদ্ধ অসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন। মানুষ চিরকালই সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায়। তাঁহারা স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিলেন। ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র কমিয়া গিয়াছে। যে স্কুলে ছাত্র দত্ত বেতন দ্বারাই প্রধানতঃ পোষিত হয়। এই ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হেতু সেই স্কুলের অবস্থা কত শোচনীয় হইয়াছে তাহা কি সম্পাদক মহাশয় চিন্তা করিয়াছেন? এখানে উকিল, মোক্তার, জমিদার, মহাজন প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব নাই, কৈ কেহত স্থানীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে এক কপর্দ্দক ব্যয় করিতেও অগ্রসর হন না, এ বিষয় স্কুল বর্ত্তমানে যদি কাহারও নিকট ঋণী থাকে—তবে শ্রীযুক্তা জমিদার নৃত্যকালী দাসী দিগর, জঙ্গিপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও বর্ত্তমানে সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু কালী চরণ সিংহের নিকট। সম্পাদক মহাশয় একজন স্বদেশ হিতৈষী লোক বলিয়া পরিচিত এরূপ অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সাধারণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হন তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ অনায়াসে উচ্চ বেতনে যোগ্যতর শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়ের অশেষ উন্নতি সাধনে সমর্থ হন।

২। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ গত ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার তারিখে ভোট করিয়া স্কুলে আসে নাই সম্পাদক মহাশয় এই কথা লিখিয়াছেন ইহা সত্য। ছাত্রগণ ২৫শে জুলাই সোমবার বসন্ত বাবুকে বিদায় অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা করেন এবং শ্রীযুক্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ শুভাগমন করায় তাঁহার সম্মানার্থ

প্রস্তাবিত অবকাশ সোমবারের পরিবর্ত্তে মঙ্গলবারে প্রদান করিবার জন্য অস্থায়ী হেড মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করে, স্কুলের অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধ রাখিয়া অভিনন্দন কার্য্য সম্পাদন কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ কাহারও সম্মানার্থ ছুটী সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া কর্ত্তব্য বালকগণের বা শিক্ষকগণের সুবিধা অনুযায়ী নহে বলিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া সোমবারেই স্কুল বন্ধ রাখেন ইহাতে ছাত্রগণের সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই তথাপি তাহাদের প্রার্থনা রক্ষিত হইল না বলিয়াই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকবৃন্দ অতিশয় অসন্তুষ্ট হয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বালকবৃন্দকে স্বদলভুক্ত করিয়া মঙ্গলবারে যথানিয়মে বাটী হইতে আসিয়াও স্ব স্ব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় নাই। নানা স্থানে থাকিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করিয়াছে। আমার মনে হয় প্রবীণ শিক্ষকের হস্তে বিদ্যালয়ের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকিলে বালকগণ এরূপ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেনা। বয়স্থ ব্যক্তিগণ সামান্য বেতন বৃদ্ধির প্রলোভনে পুনঃ পুনঃ স্থান পরিবর্ত্তনের বিরোধী কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন সমদর্শী এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ ব্যক্তির হস্তে প্রধান শিক্ষকের পদ অর্পণ করিলে স্কুলের অধ্যাপনাদি কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয় এবং শিক্ষকের হাঁড়িতে কালী পড়ে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালন বিষয়ে অমনোযোগী ইহা সম্পাদক মহাশয় কিরূপে অবগত হইলেন যে তাঁহাদিগকে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন? সকল বিষয় অবগত না হইয়া হঠাৎ একটা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কিনা তাহা সম্পাদক মহাশয়েরই বিবেচ্য। আমার মনে হয় যে কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে এরূপ অযোগ্য ব্যক্তি কেহই নাই যে তাঁহাকে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালন বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইতি ৯ই জুলাই ১৯২১ সাল।

বিনীত—

জঙ্গিপুর শ্রীমতিলাল সিংহ।

[প্রতিবাদটী যগুপি বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি পাঠাইতেন তাহা হইলে ইহার পাল্টা জবাবটীও লিখিয়া সুখ পাইতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তা না হইয়া—

ঘা লাগিল পাঠশালে,
আওয়াজ হ'ল কামারশালে,
একের ডাকে অন্যে দিলে রা।
লঙ্কাতে রাবণ ম'ল,
বেহুল কেঁদে রাঁড় হ'ল,
কাঁদেন যশোমতী মা॥

মতি বাবু! ঠিক এই প্রতিবাদটী কেরাণীখানায় বসিয়া ব্যক্তি বিশেষের বা ব্যক্তিদ্বয়ের মৌখিক দৈনিক আস্ফালনের লিখিত সংস্করণ মাত্র এবং আপনার বিশ্বস্ত সূত্রটীও সেই চরকার সূত্র বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। অনেক উচ্চ শিক্ষক ও অনেক নিম্নশিক্ষক ধূমকেতুর মত উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে সত্য কিন্তু এক সঙ্গে হেড মাষ্টার নাই, প্রধান গণিত শিক্ষক নাই, হেড পণ্ডিত নাই, মৌলবী সাহেব নাই, য্যাসিষ্ট্যান্ট হেড-মাষ্টার নাই, এই এতগুলি শিক্ষক না থাকা কখন দেখিয়াছেন কি? যে জাহাজে সারেঙ্ নাই, সুখানী নাই, ফায়ারম্যান নাই, কণ্ডাক্টর নাই, সে জাহাজ কেমন চলে? আপনার প্রতিবাদেইত লেখা আছে "ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র কমিয়া গিয়াছে।" শ্যামাপদ বাবুর পদত্যাগের কারণ জানেন ত? (ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরে।) আরও লিখিয়াছেন "যে স্কুল ছাত্র দত্ত বেতন দ্বারাই প্রধানতঃ পোষিত হয়" সেই স্কুলের যদি প্রথম তিন শ্রেণীর ছাত্র স্কুলে না আসার জন্য জোট পাকাইয়া বসে তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে বলিয়া সম্পাদক কি খুব মহাপাতক অর্জ্জন করিয়াছেন? স্কুলটী কাহার কাছে ঋণী, কাহার কাছে ঋণী নয় আমরা সে কথা ত কই বলি নাই। তবে ধান ভাঙ্গিতে মহীপালের গীত কেন? যদি কাহারও দানশক্তি বর্ণনের জন্য আগ্রহই হইয়া থাকে তবে তৎসঙ্গে লালগোলার রাজা বাহাদুরের নামটী বাদ দিলেন কেন? তাঁহার দান ত এই স্কুলে খুব ছোট খাট নয়, অত বড় ঘর খানা! জমা খরচের খাতার কপাল টিপিতে নাই বলিয়াই কি নজর পাশাইয়া যাইবে? অমন গগন ভেদী দ্বিতল গৃহখানি দৃষ্টিতে পড়িল না! তা বেশ—বলিরাজা সমস্ত দান করিয়া পাতালে গেলেন, আর সেই যে কি এক মুনি এক মুঠা ছাতু দিয়ে ছিলেন তাঁর অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইল। 'কারু জলেই যশ কারু দুধেই ঠস'। সম্পাদক তাঁর ১১ই শ্রাবণের লেখায় যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষকে কোন উপদেশ দেন নাই বরং আপনার প্রতিবাদে "আমার মনে হয় প্রবীণ............ইত্যাদি উপদেশামৃত যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষকে স্কুল পরিচালনার জন্য দেওয়া হইয়াছে। স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা সম্পাদকের অপ্রাসঙ্গিক হইলে সুযোগ্য সাবডিবিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট (যিনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট) কখনও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য সেক্রেটারীকে ভার দিতেন না। স্কুলের জন্য সম্পাদকের প্রাণ কাঁদুক আর নাই কাঁদুক স্কুলটী যখন সাধারণের জিনিস তখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার কি এই ক্ষুদ্র সম্পাদকের নাই? তবে আপনার বকলমে নহে, যদি এই বিদ্যালয়ের কোন পরিচালক স্বকলমে আমাদিগকে স্কুলের কোনও কথা কহিতে নিষেধ করেন তবে আর কখনও হেন কর্ম্ম করিব না।

'যদি বারণ কর তবে গাহিব না।'] জং সং।

কেবল দেড় টাকায়
প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয়

নিম্নলিখিত ৬ দফার যে কোন জিনিষ পাইবেন।
এক সঙ্গে ৬ দফা জিনিষ ৮৲ টাকায় পাইবেন।

PAID.
URGENT.
DUPLICATE.
CANCELLED.
BOOK-POST.
REPLIED.
COPIED.
REGISTERED.
REFUSED.
Original.
Reference No.
STAMPED.

১। ওয়ার্ড ষ্ট্যাম্প—উপরের নমুনা অনুযায়ী ১২ টি রবার ষ্ট্যাম্প।
২। রবার ষ্ট্যাম্প—বাদামী, গোল, স্কোয়ার ইত্যাদি নানা রকমের fancy ডিজাইনে নাম ও ঠিকানা যুক্ত।
৩। নম্বারিং রবার ষ্ট্যাম্প—ইহাতে ৯৯৯৯ পর্য্যন্ত নম্বর করা যাইবে।
৪। ডেটিং ষ্ট্যাম্প—তারিখ, মাস ও সন বদলান যাইবে।
৫। পকেট প্রেস-A হইতে Z সমস্ত অক্ষর আছে।
৬। পিতলের শিলমোহর-পিতলের হ্যাণ্ডেল যুক্ত রেজেষ্টারী চিঠিপত্রে গালায় ছাপিবার জন্য, কালিতেও ছাপা চলে। নাম বা মনোগ্রাম পাঠাইলে প্রস্তুত হয়।

আর, এন, দত্ত এণ্ড কোং এনগ্রেভার্স
৩৭।৪নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অত্র তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯।০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাক /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নাদি রোগ বাদি উপসর্গ সত্বর প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৶

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ!

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

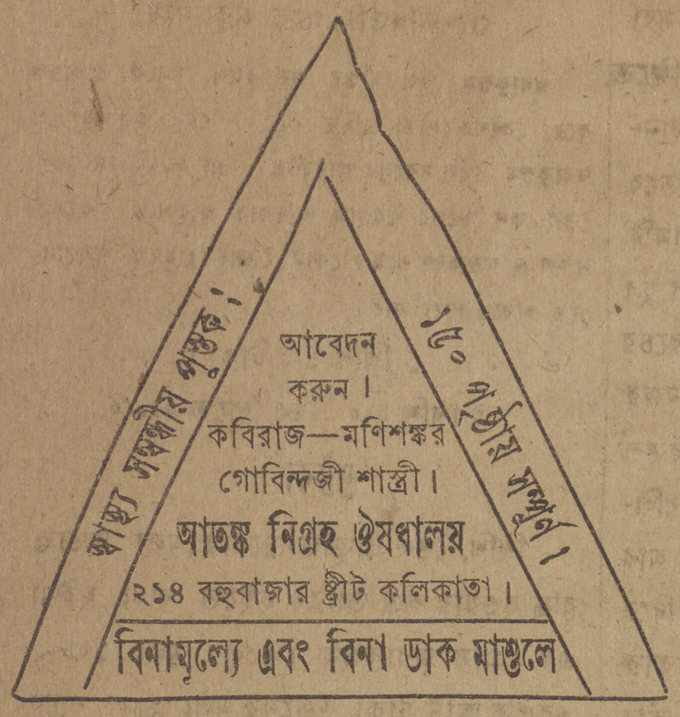

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ!

আবেদন
করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর
গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৵০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৵০ বার আনা ; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র ; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা ; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি; ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ